এক নজরে

বিভাগীয় সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ, বরিশাল।

১। সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

বাংলাদেশে যে সকল শারীরিক শিক্ষা কলেজ আছে তাদের মধ্যে বিভাগীয় সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ, বরিশাল অন্যতম। বিভাগীয় সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ, বরিশাল যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত ও ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যা ২০০৫ সালে স্থাপিত এবং ২০০৯ সাল থেকে বিপিএড কোর্সটি চালু হয়।

২। সৃষ্টির ইতিহাস:

বরিশাল অঞ্চলের যুব সমাজকে শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, শৃঙ্খলা, ও নেতৃত্ববোধ এবং সুস্থ ক্রীড়া চর্চার মাধ্যমে সুস্থ, সবল জাতি গঠনের লক্ষ্য কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক ও প্রশিক্ষক তৈরি করার উদ্দেশ্যে ২০০৫ সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩। কলেজের অবস্থান:

বরিশাল বিভাগীয় সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজটি বরিশাল জেলার সদর উপজেলার নবকাঠি, সিংহেরকাঠি বরিশালে অবস্থিত।

৪। কলেজের ভবন সম্পর্কিত তথ্য:

বর্তমানে কলেজটিতে ৪ তলা বিশিষ্ট ১ টি প্রশাসনিক ও এ্যাকাডেমিক ভবন, ২ তলা বিশিষ্ট ১ টি ছাত্রাবাস, ১ টি জিমন্যাসিয়াম, অধ্যক্ষর বাসভবন রয়েছে।

৫। মিশন/অভিলক্ষ:

খেলাধুলার মাধ্যমে দেশের যুব সমাজকে সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় হতে রক্ষা। খেলাধুলার প্রতি খেলোয়াড়দের আকৃষ্ট দক্ষ শিক্ষক ও প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলা।

৬। ভিশন/রুপকল্প:

বিপিএড কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের মাধ্যমে দক্ষ শিক্ষক ও প্রশিক্ষক গড়ে তোলা। যা দেশের প্রশিক্ষিত মানব সম্পদে পরিণত হবে।

৭। কলেজ কর্তৃক প্রদানকৃত ডিগ্রিসমূহ:

বর্তমানে কলেজটি একটিমাত্র ডিগ্রি চালু আছে তা হলো এক বছর মেয়াদী ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশান বা বিপিএড। যা ২ সেমিস্টারে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

৮। ভর্তির যোগ্যতা:

বিপিএড এ ভর্তি হতে হলে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা নূন্যতম স্নাতক পাশ বা ডিগ্রি পাশ হতে হয়।

৯। ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা:

২০২৪ শিক্ষাবর্ষে মোট ১৯ জন শিক্ষার্থী প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। যার মধ্যে ১৫ জন ছেলে এবং ৪ জন মেয়ে আছে।

১০। সাংগঠনিক কাঠামো:

মোট জনবল: ২৪ জন।
প্রথম শ্রেণী
মোট ১১টি

- অধ্যক্ষ ১টি
- উপাধ্যক্ষ ১টি
- প্রভাষক ৮ টি
- মেডিকেল অফিসার খন্ডকালিন ১টি

তৃতীয় শ্রেণী
মোট পদ ৪টি
৪র্থ শ্রেণী

- ৯টি পদ আইটসোর্সিং।

১১। কলেজ কর্তৃক প্রদানকৃত সুবিধাসমূহ:

সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ, বরিশালে শিক্ষার্থীরা ফ্রি আবাসিক সুবিধা, ফ্রি ওয়াইফাই সুবিধা, হোস্টেলে মান সম্মত খাবারের ব্যবস্থা ইত্যাদি সুবিধা পেয়ে থাকেন।

১২। বৃত্তি প্রদান:

বিপিএড শিক্ষার্থীরা দুই সেমিস্টারে প্রতি মাসে সরকার থেকে ১৪০০ টাকা করে বৃত্তি পেয়ে থাকেন।

১৩। শারীরিক শিক্ষার কর্মক্ষেত্রঃ

বিপিএড শিক্ষার্থীরা পড়া শেষ করে বিভিন্ন পপ্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ পেয়ে থাকেন। বিশেষত স্কুল, কলেজে শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীরচর্চা বিভাগের ক্রীড়া প্রশিক্ষক, জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা, সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের প্রভাষক, ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে ক্রীড়া শিক্ষক, কোচ ইত্যাদি বিষয়ে একাধিক স্থানে চাকরির সুবিধা পেয়ে থাকেন।

ধন্যবাদ